



বি শে ষ ফ্রো ড প ত্র


“শ্রমিক-মালিক বিভেদ ভুলি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি”


মহান মে দিবস ২০১৪



শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার







রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

১৮ বৈশাখ ১৪২১

০১ মে ২০১৪


বাণী

আজ মহান মে দিবস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক অবিস্মরণীয় দিন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মহান মে দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার হে মার্কেটে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মহান মে দিবস আজ কেবল অধিকার আদায়ের দিন নয়, বরং সম্মিলিত মেহনতি মানুষের দেশ গড়ার অঙ্গীকারও বটে। বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে সুষ্ট কর্ম-পরিবেশ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াসে সৃজনশীল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং কর্মমুখী শ্রমশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহান মে দিবসে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, সুন্দর ও নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাক, এ প্রত্যাশা করি।

আমি মহান মে দিবস ২০১৪ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



মোঃ আবদুল হামিদ

শ্রমিক-মালিক বিভেদ ভুলি

সোনার বাংলা গড়ে তুলি

এস, এম, আশরাফুজ্জামান

শ্রম পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

আজ ১লা মে, মহান মে দিবস, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি দিন। একশ আঠাশ বছর আগে ১লা মে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে মকরম্যাক রীপার ওয়ার্কস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনরত শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে মহান মে দিবসের সূচনা হয়েছিল। এ দিনটি সারা বিশ্বের অগণিত মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষকে “শোষণ ও বঞ্চনার” বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, রক্তক্ষয়, আত্মত্যাগ ও তাঁদের বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিবারের ন্যায় এবারও রত্নীয়ভাবে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ বছর মহান মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে-

“শ্রমিক-মালিক বিভেদ ভুলি  
সোনার বাংলা গড়ে তুলি”

বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে মালিক ও শ্রমিকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পারস্পরিক বিভেদ ভুলে স্ব-উদ্যোগী হয়ে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ, সবই হলো এ বাংলাদেশ। এ দেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আর সে জন্য প্রয়োজন মাঠ ও শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদনের সাথে রয়েছে শ্রমিকের ঘামঝরা পরিশ্রম আর নিরলস একান্ততা। শিল্প কারখানায় উৎপাদন গতিশীল ও অব্যাহত রাখতে শ্রমের যেন যথাযথ মূল্যায়ন হয় সে দিকে লক্ষ্য করতে হবে।

শিল্প বিপ্লব উত্তর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অন্যান্য দেশের ন্যায় কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশেও একটু একটু করে শিল্পের প্রসার ঘটেছে। বিশাল মহীরুহ না হলেও আজ তা অনেকটাই ডালপালা বিস্তৃত করেছে। একদিকে নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে এবং শ্রম বাজারে যোগ দিচ্ছে নতুন কর্মী। অন্যদিকে সমাজে তৈরি হচ্ছে এক নতুন সম্পর্ক। তা হলো শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। অন্যান্য সম্পর্কের ন্যায় এ সম্পর্কটিও পারস্পরিক বোঝাপড়া, অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য, বিশ্বাস সহমর্মিতা-ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে। পারস্পরিক স্বার্থ ও দেনা-পাওনার সম্পর্ক যেখানে রয়েছে সেখানে বিভেদ, মতানৈক্য, সম্পর্কের টানাপড়েন অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা নয়। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে গতিময় বহমান করার জন্য উভয় পক্ষেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। তবে সমাজে অবস্থানগত কারণে মালিকপক্ষ সম্পর্কে নিরলসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আমার প্রত্যাশা।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সংলাপ একটি চর্চিত ও ফলপ্রসূ পন্থা। শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে কোন ধরনের বিরোধ বা বিভেদ সৃষ্টি হলে তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেন অঙ্কুরেই নিষ্পত্তি করা যায় সে জন্য সকল স্টেক হোল্ডারকে কাজ করতে হবে। তাহলে বার্থার্থ অর্থে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভেদ ভুলে সুসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে অধিক উৎপাদনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা মহান স্বাধীনতার অগ্রদূতের ও হাজার বছরের ঐশ্বর্য্য বাঙ্গালী বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনতাসহ সর্বস্তরের শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৭১ সালে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের কল্যাণে ও তাঁদের উন্নয়নে সারা জীবন কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশে স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে ১লা মে’ কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ ২২শে জুন ১৯৭২ সালে আইএলও’র সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে কোন প্রকার দাবীনাশা পেশ করার পূর্বেই শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মজুরী কমিশন ও বেতন কমিশন গঠন করে তাদের মজুরী ও বেতন ভাতাদি পরিশোধ করেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর মন প্রাণ জুড়ে ছিল শ্রমিক ও দেশের উন্নয়নের স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তিনি আলোে শ্রমিক বান্ধব। তাঁর সরকারের সময়কালে ৩৬টি সেক্টরের নিম্নতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পেশাগত দৃব়ার নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রতিবার প্রায় দ্বিগুণ মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম আইনকে আরও যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করা হয়েছে। আমেরিকায় জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, শ্রমিকদের চাকুরির বয়স ৬০ বছরে উন্নীতকরণসহ শ্রমিকদের কল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব। এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশে বিশ্বমানের তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা ও টেকসই উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তাই সকল উদ্যোক্তাবৃন্দকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শ্রমবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শ্রমিকদের কর্মউদ্দীপনাকে আরও জাগিয়ে তুলতে হবে। শ্রমিকের আরও বেশী অধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান করা, চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান, মালিকের সাথে বিভেদবিহীন সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকায়ন করা অতীব জরুরী। মানুষ অধিকার বঞ্চিত হলে তার মধ্যে জন্মা নেয় হতাশা, ক্ষোভ ও হীনমন্যতা। তাই একজন শ্রমিক যখন আইনানুগ অধিকার ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় তখন তার হৃদয়ে শ্রমিক-মালিক বিভেদটি প্রকট হয়ে ওঠে। সংগঠন করার স্বাধীনতা শ্রমিকের আইনানুগ অধিকার। সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শ্রমিক তার আইনানুগ অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও ইতিবাচক নিষ্পত্তি হতে পারে। তখন শ্রমিক-মালিক বিভেদের রেখাটি বিলীন হয়ে যাবে, যা মালিক এবং শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তার সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়ে সরকারের কাছে মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বিকাশে শ্রমিক ও মালিকের সৌহার্দ্য ও আত্মতৃপ্তপূর্ণ সহবস্থান, মানসিক সমতা, দেশপ্রেম, কর্মমুখী মনোভাব, শ্রমক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও উদ্যমমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ইত্যাদি অনুঘটকের সমন্বয়ে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মালিক ও শ্রমিক পারস্পরিক বিভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলস কাজ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে এমন একটি প্রত্যাশা আজকের এ মহান দিবসে।





প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ বৈশাখ ১৪২১

১ মে ২০১৪

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল দিন। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

১৮৮৬ সালের এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। আমি তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “বিশ্ব আজ দু’ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে”। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মানের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা চালু করেছি। পোশাক শিল্পসহ সকলখাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করেছি। জাতীয় শিশু শ্রমনীতি ২০১০ এবং জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। দেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে সরকারের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আমরা ‘কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর’কে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছি। এর জনবল তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি মে দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক



শেখ হাসিনা



প্রতিমন্ত্রী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমিকের আত্মমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার ও শ্রমের ন্যায্য দাবী আদায়ের শ্রেষ্ঠ দিন। ১৮৮৬ সালের মহান এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের ‘হে’ মার্কেটে শ্রমিক শ্রেণীর রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আত্ম উৎসর্গের মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেয়। যার ফলে বিশ্ব ব্যাপী সামাজিক ও আইনগতভাবে শ্রমিকদের অধিকারের মর্যাদা স্বীকৃতি পায় এবং দীর্ঘ দু’শ বছরের ক্রমাগত শ্রমিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মহান মে দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস রচিত হয়। তাই এ বিশেষ দিনে যাদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিমিমেয়ে শ্রমিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষিতের পক্ষে আজীবন কথা বলেছেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান শ্রম বান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের সুবিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জন সম্পদে পরিণত করে দেশে ও বিদেশে শ্রম বাজারে সম্পৃক্ত করতে এবং দেশে সুষ্ঠু কর্ম-পরিবেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা ট্রেড ইউনিয়নে আবদ্ধ স্বাধীনতা ও দরকষাকষির অধিকার, শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশু শ্রম নিরসনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিধানাবলী অনুসরণ করে শ্রম আইন যুগোপযোগী করার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নিশ্চিত করণ বিষয়ে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করেছে।

শ্রমিক ও মালিক একে অন্যের পরিপূরক। এ দু’য়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক না থাকলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। শ্রমঘন শিল্প আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। তাই সরকারের শ্রম বান্ধব শিল্প নীতি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অভিজাতিকে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে। শ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখাই হোক মহান মে দিবসে আমাদের প্রত্যাশা।



মোঃ মুজিবুল হক এমপি



ILO Country Office

For Bangladesh

Message

We are pleased to note that the May Day is celebrated in Bangladesh every year in a befitting manner. On this historic occasion, we remember with due respect the workers who sacrificed their lives for improved working conditions, fair wages, and the need to hear their voices. We also celebrate the joy that comes with the sense of purpose we find in our work and the pride we all feel in being able to support our families through our work.

This year May Day takes on even more meaning in Bangladesh as the historic date is so close to the one-year anniversary of the Rana Plaza collapse. We all witnessed last year how the lack of sufficient care for safety and labour rights results in an unprecedented tragedy causing the death of 1135 workers. We also, however, saw the beginning of significant changes to improve working conditions and labour rights. Labour law amendments made it easier for workers to form unions and worker representatives were afforded more protection. Occupational safety and health committees are now mandatory for all enterprises with more than 50 workers. The minimum wage in the RMG sector was raised substantially and all active export factories in this sector are currently being assessed for building and fire safety under unique initiatives driven by the national tripartite partners and international buyers. A new Department for Inspection has been formed and more labour inspectors are being hired. In Bangladesh, the ILO has been granted a special and unique role in mobilizing support and implementing and coordinating programmes in the ready-made garments sector to ensure workplaces are safe and workers can exercise their rights to establish and join unions without fear. The ILO takes pride in the role it has played in supporting our national and international partners in taking these important steps towards fundamental change in the RMG sector.

Change has also taken place in other sectors in the past year. New legislation was adopted to improve the protection of the hundreds of thousands of Bangladeshi migrants who leave their homeland in search of a better life for themselves and their families. Skills training is now being given even more prominence in the country to ensure that what unemployed people can do matches what employers are needing them to do, particularly in high demand industries such as information technology, pharmaceuticals, ceramics, furniture. In all of these areas the ILO is supporting the government, employers and workers in bringing about change for the benefit of all.

It is the midst of these challenges and also these positive developments that this year’s May Day is being observed. Progress after Rana Plaza shows us just what can be achieved when government, social partners and the international community are sufficiently focused. The progress made in past twelve months in Bangladesh was unimaginable on 23 April last year. The ILO expresses the hope that government, employers and workers will continue on the path of fundamental change for the benefit of all workers and employers in Bangladesh. On behalf of ILO, I express our sincere appreciation for the support provided to us by social partners and development partners and extend my best wishes to the government employers and workers on this historic day.

The International Labour Organization is a specialized agency of the United Nations, which was founded in 1919 to promote the principle of decent work for all. The ILO’s mandate of social justice and decent work for all has never been more relevant to a world that needs more and better jobs. The Decent Work agenda is a pressing priority in national and global development policy, including the post 2015 goals, and we must seize every opportunity to ensure it is realized



Sriinivasa B Reddy

ILO Country Director



সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক মহান মে দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে। শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্কের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে এই দিনের গুরুত্ব অপরিসীম।

দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে শিকাগো শহরে শ্রমিক আত্মাহুতি শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য এক রক্তাক্ত অর্জন। এ দিবসে নির্ধারিত হয়েছে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। সে প্রেক্ষাপটে এটি শুধু একটি সাধারণ দিবস নয়, শ্রমিকের দাবী আদায়ের একটি প্রতীকী দিন। এ মহান অর্জনে সম্মত রেখে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অমর বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। এতিহাসিক এ দিনে দেশের সকল মেহনতি মানুষের প্রতি রইল আমার অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, “বিশ্ব আজ দু-ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর এক দিকে শোষিত-আমি শোষিতের পক্ষে”। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক উক্তির অন্তর্নিহিত দর্শন নিঃসন্দেহে চিরদিন শ্রমজীবী মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সুবিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জন সম্পদে পরিণত করে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারে সম্পৃক্ত করতে ও দেশের শ্রম বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সাভারে ‘রানা প্লাজার’ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ভয়াবহ ট্রাজেডি। কিন্তু সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

মহান মে দিবসে শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ককে আরো নিবিড় ও সু-সংহত করে আমরা বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিধারা আরো বেগবান ও শক্তিশালী করবো-মহান মে দিবসে এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।



(মিকাইল শিপার)

সচিব



মহাপরিদর্শক

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ও অধিকার আদায়ের এক অন্যতম ও প্রতীকী দিন। এ দিনে আমি বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ১৮৮৬ সালের ১ মে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এতে হতাহত হন অনেক শ্রমিক। শ্রমিকদের এ আত্মদানের ফলেই দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা করার দাবিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন থেকেই প্রতি বছর বিশ্বের দেশে দেশে দিনটি মে দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে মে দিবস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর মে দিবসের সাথে জড়িত সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের নিরন্তর সংগ্রামে আমরা একাত্ম। শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সর্বোপরি কলকারখানায় নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার ফলে জনবল কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এ অধিদপ্তরের জনবল ৩৪ জনের স্থলে ৯৯৩ জন এ উন্নীত করা হয়েছে। এতে কারখানা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

অত্র অধিদপ্তর সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে তৈরী পোষাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণের কোন বিকল্প নেই। এভাবেই আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান মে দিবসে সকল মেহনতী মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি আমাদের একান্তভাবে কাম্য।



(সৈয়দ আহমদ)

চলো বঙ্গবন্ধু



গ্রামীণফোন